দৈনিক জনকণ্ঠ

3 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

ছাত্রছাত্রীদের ফী বৃদ্ধির জের, চবিতে তুলকালাম-ভিসি ভবনে তালা

আবদুল মালেক, চবি থেকে ॥ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন খাতের ফীসমূহ বৃদ্ধির জের ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। এ নিয়ে গত প্রায় এক মাস যাবত প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের পর বিক্ষুব্ধ ছাত্রসংগঠনগুলো সোমবার ভিসি ভবনে তালা লাগিয়েছে। প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হাতে ভিসি প্রফেসর নূরুদ্দীন চৌধুরী অবরুদ্ধ ছিলেন ৩ ঘণ্টা। ছাত্রনেতারা আজ মঙ্গলবার সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আট কোটি টাকার আর্থিক ঘাটতি মেটাতে সরকার অভ্যন্তরীণ খাতে আয় বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়। এই সূত্রে গত ২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ছাত্রছাত্রীদের বিবিধ খাতের ফীসমূহ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে কলা, আইন ও বাণিজ্য অনুষদের বিষয়গুলোতে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি ফী ১৪১২ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২২৬৯ টাকা এবং বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি ফী ১৫৫৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৬০৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। একইভাবে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ বিজ্ঞান অনুষদে বিভিন্ন ফী পুনর্নির্ধারিত হয়েছে আবাসিক ১৪১০ ও অনাবাসিক ১০২০ টাকা। পূর্বে তা ছিল ৮৬০ ও ৭২৮ টাকা। অন্যান্য অনুষদে পূর্বে ছিল আবাসিক ৮২৪ টাকা ও অনাবাসিক ৬৯২ টাকা। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১৩৭৪ ও ৯৮৪ টাকা। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান অনুষদে পূর্বে ছিল আবাসিক ১১৩০ ও অনাবাসিক ১০১৮ টাকা। বর্তমানে তা ২০২৫ ও ১৬৮৫ টাকা। অন্যান্য অনুষদে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পূর্বে ছিল আবাসিক ৯৮৪ ও অনাবাসিক ৮৭২ টাকা। বর্তমানে তা ১৬৮৯ ও ১৩৪৯ টাকা আদায় হয়েছে। এছাড়া প্রথম বর্ষের ভর্তি ফরম বাবদ অতিরিক্ত আরও ১০০ টাকা, পরিচয়পত্র বাবদ ২০ টাকা, পরীক্ষার ফরম

আজ সিন্ডিকেট ঘেরাও কর্মসূচী

[illegible] বাবদ ৫০ টাকা [illegible] ফী আদায় হচ্ছে রসিদ ছাড়াই। ছাত্রনেতারা দেখিয়েছে, বর্ধিত ফী এর পরিমাণ ৮০ থেকে ১০০ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্সের ভর্তি প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে ফী বৃদ্ধি করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তির নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছিল অন্যথায় তাদের ভর্তির যোগ্যতা বাতিল হবে। ফলে বর্ধিত ফীসহ প্রায় ২৮ শতাধিক ছাত্রছাত্রী ইতোমধ্যে ভর্তি হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হওয়ায় সেশনজটে অতিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হচ্ছে বর্ধিত ফী আদায় করে হলেও কোন রকম পাস করে বের হয়ে যেতে। এ অবস্থায় ছাত্র সংগঠনগুলো শুরু করেছে আন্দোলন। গঠিত হয়েছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। এমন কি, জোট সরকারের প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবিরও আন্দোলনে নেমেছে। গত মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, শিবির এবং ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্টের সমন্বয়ে গঠিত প্রগতিশীল ছাত্রজোট সমান্তরালভাবে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, স্মারকলিপি, গণসংযোগ, গণস্বাক্ষর, মানববন্ধন ও ভিসি অফিস ঘেরাও কর্মসূচী পালন করেছে। গত ২৪ মে প্রতীকী ধর্মঘট পালন করে শিবির। ২৮মে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করে ছাত্রজোট। কিন্তু এ নিয়ে কর্তৃপক্ষ কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। সর্বশেষ প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা সোমবার বেলা ১২টার দিকে ভিসি ভবনের প্রবেশ পথে তালা লাগিয়ে দেয়। এর পর ছাত্রজোট নেতারা ভিসি ভবনের নিচে ড. এ. আর. মল্লিক চত্বরে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতাকর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় ভিসি অফিসের ব্যালকনি ও ড্রয়িং কক্ষে অবস্থান নিলে ভিসি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় সেখানে ছাত্রদল সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম, এম আর মিলটন চৌধুরী প্রমুখ এবং ভিসি ভবনের নিচে অবস্থান ধর্মঘটস্থলে মঞ্জুরুল আলম মন্টু, রিপায়ন বড়ুয়া, হেলাল উদ্দিন, মেহেদী হাসান তমাল দ্বৈপায়ন রনি প্রমুখ ছাত্রজোট নেতা বক্তব্য রাখেন।